R.N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।
১৫ই মার্চ ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রোমিওদের দাপটে অনেক ছাত্রীর মাঝ পথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বলিউড ঢং-এ নায়কের কায়দায় হাতে মোবাইল মুখে সিগারেট গুঁজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাইকেল, মোটর সাইকেল বা চার চাকাতে একাধিক অনুগামী নিয়ে শাহরুখ খান সলমন খানদের বেপরোয়া দাপাদাপি আজ সর্বত্র। কি গার্লস স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সব জায়গায় রাস্তার ধারে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটের মুখে ভিড় করে ছাত্রীদের টিপ্পনী কাটতে ব্যস্ত ওরা। তবে কোন কোন ছাত্রীও যে এতে ইন্ধন যোগায় না তা নয়। তবে তার সংখ্যা নামমাত্র। এইসব রোমিওদের দল মেয়ে দেখলেই নানা অঙ্গভঙ্গি, মোটর সাইকেল নিয়ে গায়ের ওপর পড়ে যাওয়ার কায়দা কসরত দেখানো চলেই। এদের গতিবিধি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারে কাছে তেমনি কে কোথায় প্রাইভেট পড়ে তাও এদের নখ দর্পণে। সেখানেও ধাওয়া করে। বাইরে দাঁড় করানো সাইকেলের হাওয়া খুলে দেয়া এদের নতুন উপদ্রব। টিউশনির লোভে ও সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রাইভেট পড়ানো ব্যবসার ক্ষতির আশংকায় সবকিছু দেখেও গুরু শিক্ষকেরা চুপ থাকেন। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও এইসব রোমিওদের অসভ্যতা কড়া হাতে প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেন না। পুলিশ মাঝে-মধ্যে একটু নড়েচড়ে বসলেও কাজের কাজ কিছু করে না। 'অভিযোগ পেলে তবেই ষ্টেপ নেবে'—পুলিশের একটাই কথা। রাজনৈতিক দলগুলোও শিবির ঠিক রাখতে যেখানে যেমন দরকার অভিনয় করে। তাই এইসব হিরোর দল সাধারণ অভিভাবকদের কেয়ার করে না। বাড়ীতে ফোন করে প্রায় উত্যক্ত করে। তাই বাধ্য হয়ে বহু অভিভাবক আজ মেয়েকে স্কুলে বা প্রাইভেটে নিয়ে যাওয়া আসার কাজ নিয়েছেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর বইমেলা—২০০৬ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো

অসিত রায় : ৮ থেকে ১৩ মার্চ জঙ্গিপুর বইমেলা—২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে। অনুষ্ঠানের সূচনায় গাড়ীঘাট থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন বেশ কিছু বই প্রেমিক। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সহযোগী হিসেবে ছিলেন আর এক কথা-সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাবলিশার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তিকে স্মরণ এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ১০০ বছর প্রেক্ষাপটের আলোচনায়। ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসু তুলে ধরলেন নারী দিবসের ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য্য। বক্তারা আলকাপ সম্রাট ধনঞ্জয় মন্ডলের (ঝাঁকসু) নামে সংস্কৃতি মঞ্চকে তুলে ধরার জন্যে উদ্যোক্তাদের দূরদর্শিতার ধন্যবাদ জানান। সঠিক বই, সঠিক সময়ে এবং সঠিক পাঠকের হাতে পেঁাছিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা রাজ্যের গন্ডী ছাড়িয়ে দেশের গ্রামগঞ্জে গিয়ে পেঁাছিয়েছে তার জন্য বই প্রেমীদের জানান সাধুবাদ। ১৯৬৩ সালের অনুষ্ঠিত রাজ্যের প্রথম বই মেলাকে প্রেরণার দিশারী বলে জানালেন সভাপতি আশিস রায়। মনে রাখতে হবে সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তুলতে বই-ই একমাত্র আদর্শ বন্ধু। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে সম্প্রীতি দিবসে পেয়েছি কবি ও প্রাবন্ধিক সুবক্তা (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর শহর এলাকায় ভাগীরথীতে আবার ফাটল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাগীরথীতে জল কমার সাথে সাথে জঙ্গিপুর পারে সদরঘাট ফেরীঘাটের মানুষ নামা ওঠার সিঁড়ি থেকে বটতলা পর্যন্ত এলাকায় বড় মাপের ফাটল দেখা দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে নৌকা থেকে কেউ অসাবধানে নামতে গিয়ে যে কোন সময় বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। রাতে ঐ এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর প্রয়োজন এবং জরুরী ভিত্তিতে ফাটল মেরামত। উল্লেখ্য, গত বছরও কলেজ ঘাট থেকে সদরঘাটের সিঁড়ি পর্যন্ত লম্বা ফাটল দেখা দেয়। তাতে শহরের বিপদ নিয়ে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করেন। মেরামতের নামে কিছু পাথর নদী পারে ফেলা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু সে ফাটল আজও বন্ধ হয়নি।

বিধানসভা ভোটের রোজনামচা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবার পশ্চিমবাংলায় হঠাৎ করে হোমিওপ্যাথী থেকে এ্যালোপ্যাথীর নিউক্লিয়াস থেরাপীতে নির্বাচনের চিকিৎসা শুরু করায়, রাজ্য সরকারের বিরোধীরাসহ বহু মানুষ যেমন "গণতন্ত্র ফিরে পাবার স্বাদ পেতে পারেন" বলে আহ্লাদিত, অন্যদিকে সরকারী কর্মচারীদের নিচুতলায় ভয়াবহ অমানবিক অত্যাচার শুরু হয়েছে। কি লাল কি সবুজ কারুরই রেহাই নেই। দিনরাত অফিসে কাজ। তাতেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। প্রতি ব্লকে দেড় মাস ধরে বুথে বুথে যাদেরকে ভোটার তালিকার ব্যাপারে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল তারা এক পয়সাও নাকি পাননি। সাগরদীঘিতে এখন পর্যন্ত নাকি ১ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে। লাগবে দ্বিগুণ। শুধু তাই নয় কেরাণী থেকে অফিসার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

সাম্প্রতিক আবহাওয়া

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। বসন্ত আসিয়াছে কিন্তু আবহাওয়ায় রহিয়াছে কেমন যেন রকম ফের। ফাগুনের দুপুরে কয়েকদিন আগেও অনুভূত হইতেছিল বৈশাখের দহন জ্বালা। ঠাঁ ঠাঁ রৌদ্র চারিদিকে তাপ ছড়াইতেছিল। বোঝা যাইতেছিল না বসন্ত না গ্রীষ্ম। প্রবল তাপের সঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও কমিয়া গিয়াছিল অসম্ভব রকমের। আবহাওয়া দপ্তরের মতে—এই রকম অবস্থা গত পঞ্চাশ বছরেও দেখা যায়নি। এই উত্তাপ সৃষ্টির কারণ হিসাবে কেহ কেহ গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে দায়ী করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী হইতে যে হারে তাপমাত্রা বড়িয়াছে তাহা হইতে অনেকের ধারণা—ইহা গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রভাব ছাড়া আর কিছু নহে। আবহ-বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন—এই সময়ের তাপমাত্রা বসন্ত বাতাসের আমেজী ঠান্ডা যে নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইবার মাঘ মাসে কোন বৃষ্টিপাত হয় নাই। কেমন যেন গড়বড় চলিয়াছে আবহমন্ডল ঘিরিয়া। কৃষি বিজ্ঞানী এবং প্রাণি বিজ্ঞানীরা ইহাকে ভাল চোখে দেখিতেছেন না। রবি ফসলের ক্ষতি, বিশেষ করিয়া আমের মুকুল ঝরিয়া পড়িবার লক্ষণ তাহারা দেখিতেছেন। মার্চ মাসের শেষ হইতে মে মাসের মধ্যে আগে কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটিত। বহন করিয়া আনিত আবহাওয়া বদলের দুর্ধর্ষ আশ্বাস। তবে হ্যাঁ—একটি সংবাদসূত্র হইতে জানা যায়—এই মাসের প্রথম দিকে কলিকাতায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস দেখা গিয়াছে। এই রাজ্যে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাহা গাঙ্গেয় বঙ্গ হইয়া অগ্রসর হইতেছে। আবহবিদদের ধারণা—এই রেখাটি শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

একটা মিশ্র পারিবেশিক আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে এতদাঞ্চলে। দিনে উষ্ণতায় কষ্ট হইলেও রাত্রির দিকে বিশেষতঃ মাঝ রাত্রির পর হইতে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব অনুভূত হইতেছে। কখনও গরম কখনও ঠান্ডা—এই দোলাচল অবস্থায় জ্বর জ্বালা সর্দি কাশির উপসম প্রকাশ পাইতেছে। আর্দ্রতাবিহীন বাতাসে রোগ জীবাণু ভাসিয়া বেড়ানোর আশংকা কেহ কেহ করিতেছেন।

ঋতু চক্রের গতি প্রকৃতি এবং তাহাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য পাল্টাইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তনশীলতায় ঘটিতেছে নানা বিপত্তি। প্রকৃতি যেন দিনের পর দিন খেয়ালী হইয়া উঠিতেছে। ইহা কি প্রকৃতির খেয়াল না প্রকৃতির অভিশাপ? কে জানে!

ভাবসম্প্রসারণের আসামী ও কিছু প্রশ্ন

স্মরণ দত্ত

এ বছর মাধ্যমিকের উত্তর লিখতে লিখতেই ভাবসম্প্রসারণের প্রতিটি শব্দকেই শুধু জীবন্ত নয়, বারুদকণার মত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পরিণত করার শপথ নিয়ে ফলেছিল যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, সে এক প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র এবং ঘুটগেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ফার্স্ট বয়—সুরেশ সেন। এখন সে খুনী। এখন সে আসামী। এখন সে অন্ধকারের জীব। এখন সে সমাজের ট্যারা চোখে 'নেগ্লেক্টেড্'। কিন্তু সে তো আর কিছুই করেনি। শুধু 'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'—এই বাণীকে শাশ্বত রূপ দিয়েছিল, তাকে শুধু কাগজেরবুলিতে সীমাবদ্ধ না রেখে যথাযোগ্য জবাব দিতে দু' হাতে রক্ত মেখেছিল। মায়ের ওপরে অত্যাচারী দুই কাকার দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ণের অমানবিক অন্যায়কে সহ্য করতে পারেনি। 'করে'র কাছে 'সহে'কে আত্মসমর্পিত হতে দেয়নি। বাবা ও মায়ের প্রতি কাকাদের দীর্ঘ বঞ্চনার ছাইচাপা আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে ভাবসম্প্রসারণের উত্তর লেখার সময় তার প্রত্যেকটি শিরায় শিরায় জ্বলে উঠেছিল প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে ফিরেই তীব্র রোষের শাণিত ক্ষুরধারে দুই কাকাকে কুপিয়েছিল। তাই আজ কারাগারের চৌহদ্দিতে সুরেশ সেন আসামী। আজ সুরেশ কোনো কৃতি ছাত্র হিসাবে সম্মানিত নয়। সুরেশ জীবনের প্রথম পরীক্ষায় বাকি বিষয়গুলো সম্পূর্ণ করতে পারল না। সুরেশের জীবনে নেমে এল দীর্ঘ পূর্ণচ্ছেদ।

তাহলে বাস্তব সত্যটা কি? দিনের পর দিন দীর্ঘ অন্যায় যন্ত্রণা দেখেও সহ্য করে যেতে হবে? মহাপুরুষদের তথাকথিত বাণীগুলো আসলে কাগজেই সত্য? বাস্তবে নির্মম? সত্যকে বাস্তবায়িত করতে গেলেই আজীবন এমন নির্মম পরিহাস নেমে আসবে? বিচারের বাণী কি এভাবেই চিরটাকাল নীরবে নিভৃতে শুধু কেঁদে কেঁদে মরবে? তাই যদি হয় তবে ছাত্রদের সামনে ভাব-সম্প্রসারণের এমন বাণীগুলো তুলে ধরার অর্থ কি? শুধু নিষ্প্রাণ কাগজের পাতায় ভালো ভালো কিছু নিষ্প্রাণ ভাষা প্রয়োগে দশে দশ পাওয়া? বাহবা কুড়ানো? ডিগ্রি পাওয়া?

অপরদিকে এরকম প্রশ্নও জাগে—একদিকে অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে এবং অপরদিকে 'তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো"—জনগণ কোন্ পথে 'করিবে' গমন? অথবা "একগালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও"—মার্কাগুলির সত্য বরণীয়? নাকি "এক গালে চড় মারলে আর এক গালে চড় মারো"—এই প্রবচন গ্রহণীয়?

শাস্ত্রে বলেছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

মাতৃভাষা

শীলভদ্র সান্যাল

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলাভাষা
নব্য সংস্কৃতির হাওয়া
চতুর্দিকে বইছে খাসা।
কী জাদু পপের গানে
গান শুনে লোক ধন্য মানে
গেয়ে গান নাচে আর্টিস্ট
চক্ষু রত্ন ভাসাভাসা।
সাগর পারের সাহেব গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা
সোডার বোতল সম মোদের
ফেনিয়ে ওঠে ভালবাসা।
হৃদয় ঢেলে থ্রী এক্স রামে
থ্রীলার দেখি মধ্য-যামে
ছেলে ইংলিশ মিডয়ামে
পড়ছে সুখে, কেমন খাসা।
"মাম্মি ড্যাডি ওহ্ মাই ডীয়ার
বার্থ ডে-তে করব চীয়ার"
ড্রইং রুমটি সেক্সপীয়ার
কাফ্কা কামুর গ্রন্থে ঠাসা।
সাহেবীআনা আঁকড়ে ধ'রে
আঁতেল হবার চেষ্টা ক'রে
ইংরাজিতে নভেল পড়ে
ঊর্ধ্বমুখে খড়্গ-নাসা।
একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে
শূন্যবুকে একলা-দোরে
বীর শহীদের রক্তডোরে
ধন্য যে হয় মাতৃভাষা॥

কিস্‌সা-কুরসিকা, না দেশরক্ষার স্বার্থে ?

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ার বৃহত্তর দেশ ভারতীয় গণতন্ত্র। ১২০ কোটির দেশে গ্লোবাল ইকনাম থেকে সিন্ডিকেট ক্রাইম সবতেই রয়েছে ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য লড়াই। মায় মিডিয়া থেকে মন্ত্রী এমনকি মিনিয়াল পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ। মিডিয়া কারাপসি দেশের স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি নষ্ট করছে। সব প্রকাশই শুভ নয় তা জেনেও ফিলম্ন সেন্সর বোর্ড থেকে শুরু করে সাবানের এডেও নারীদেহ দেখানো হচ্ছে। সেটা নাকি প্রগতি। গানের আসরেও নাকি আমেরিকান সুরে সেক্সি বলা সংস্কৃতির দেশ এখন ভারতবর্ষ। বিশ্বায়নের দৌলতে সাবান তেল জামা কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে নষ্টাম, মোবাইলে ক্রাইম, কমপিউটারে ক্রাইম, শিশু অপহরণ, ক্রাইম ডাইরি, ক্রাইম ফাইল মানুষের গোপন জায়গায় সুড়সুড়ি দিয়ে অপরাধমুখী করছে। এই সংস্কৃতি জিইয়ে রাখতে মোম্বাই ফিলেম্ন অপরাধ জগতের লোকেরা টাকা খাটাচ্ছে। সব জেনেও নেতা, মন্ত্রী, প্রশাসন নিশ্চুপ। সব জায়গায় রয়েছে কিস্‌সা কুরসিকা। যাদের ওপর সমাজের ভার তারাই রক্ষার পরিবর্তে টাকার পাহাড়ে বসছে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা জানেন লাল লাইট কেবা কারা লাগাতে পারেন। তথাপি নিজেরা অধিকার বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করছেন। বলার কেউ নেই। দেখার কেউ নেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি দিল্লীর সোস্যাল স্টাডিজের এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন, "দেশের মাথারা, (জ্ঞানী শিক্ষিত ব্যক্তি. ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব) দেশ তৈরীর কাজে তাঁদের মেধা ব্যবহার না করে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজে ব্যবহার করেন"। এ আঙ্গুল যে দেশের আমলাদের দিকে তোলা হয়েছে তা বোঝাতে কোন কারপণ্য করেননি তিনি। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দিল্লীর উপরের মহলের দুর্নীতি ও দেশের দুর্নীতি মুক্ত করতে গিয়ে শিকার হলেন। তাঁর সময় কুমার নারায়ণ ও গীতা নারায়ণ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে। বিশেষ আদালতে তাঁরা যা বলেছিলেন তাতে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে। সদ্য পার্লামেন্টে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জনা পনের এম পি বিভিন্ন দলের নথীভুক্তরা হাতেনাতে ধরা পড়লেন। গোটা দেশ দেখল 'অপারেশন দুর্যোধন' নামক এই ড্রাইভে মিডিয়া অপরাধীদের সনাক্ত করাল। সরকারী দলের কর্তা হিসাবে প্রণব মুখার্জী তাদের শাস্তি দাবী করে বিবৃতি দিলেন পার্লামেন্টে। ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হলে তাদের বরখাস্ত করা হল পার্লামেন্ট থেকে। মানুষ আশাবাদী হল। আরো কঠিন সাজা দরকার। কারণ পার্লামেন্টে পয়সা দিয়ে বহু বিদেশী কোম্পানীর দালালরা তাদের স্বার্থ উপযোগী প্রশ্ন উপস্থাপন করিয়ে বিল পাশ করিয়ে নেবেন। আগামীতে 'ফরেন মিডিয়া' এভাবেই প্রবেশ করবে। এক সময় পার্লামেন্টে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দোহাই দিয়ে বিদেশ নীতির অছিলায় রাশিয়াকে চিনি ও ইস্পাত পাঠানো হত। ওরা বিদেশের বাজারে তা বিক্রি করে ডলার নিয়ে যেত। আমাদের ভাঁড়ারে জমা পড়ত 'রুবল', যার আন্তর্জাতিক বাজারে চল ছিল না বললেই চলে। এটাও এক ধরনের ব্যক্তিত্ব জাহির ও স্বজননীতি বলা চলে।

এরপর বহু পালা বদলের পর এল বি, জে, পি সরকার। ফার্ণানডেজ প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় কারগিলের যুদ্ধ হল। অসংখ্য সৈন্য ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাণ হারালেন। পরে জানা গেল এক মেজর ও কর্ণেলের অভিযোগ, ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীকে অনেক পরে পাঠানো হল। এই অর্ডার দিতে দেরী করায় হেলিকপ্টার বাহিনী পৌঁছালো অনেক পরে। তখন কফিনের সারি পরে গেছে আর্মি ক্যাম্পে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে প্রণববাবু শপথ নেওয়ার পর পরই এই অভিযোগ পার্লামেন্টে ভাসা ভাসা উঠল। ফার্ণানডেজের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়েও থেমে গেলেন সবাই। দোহাই দেওয়া হল দেশের প্রতিরক্ষার। অথচ শপথ গ্রহণের পর পরই 'জি নিউজ' দেখালো ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর RAW (এনালেটিক্যাল রিসার্চ উইং-এ) এক কর্তাব্যক্তি নথি নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছেন। তাঁকে তৎকালীন বি, জে, পি সরকারই মনোনীত করেছিল। সবই কিস্‌সা কুরসিকা। কুরসি বাঁচাতে মিলিজুলি সরকার ফেল মত্‌। হাম বাঁচে, হামারা কুরসি বাঁচে। এইভাবেই সব চলছে। বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগের জেরে তাঁর বিদেশমন্ত্রীত্ব গেল ঠিকই কিন্তু নীতি-বাদী বাম সরকার কোনো উচ্চবাচ্চ করল না তেমনভাবে। কুরসি তথা ক্ষমতাভোগের স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার ক্ষেত্রে নীতি বা দেশের কথা ভাবা আপ্তবাক্য।

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট ঘোরতর কংগ্রেস বিরোধী, আর দিল্লীতে এক গদিতে সরকার চালাচ্ছে। 'কুরসি'—সব পালটাতে পারে কিন্তু নীতি পালটায় না। কারণ Law of Contradiction কখনও হয় না। একই লোক সকালে এক আদর্শ আর বিকালে আর এক আদর্শ দর্শায়—এতো নীতি শাস্ত্রেও নেই। তাহলে বাস্তব চিত্র বুঝতে কারো কি অসুবিধা থাকে কিস্‌সা কুরসির, দেশরক্ষার স্বার্থে নয়। ১৯৪৩ সালের ২৩শে এপ্রিল এধরনের ঘটনাই ঘটেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল হিটলারের সঙ্গে স্টালিনের দক্ষিণ হস্ত মলটভের মধ্যস্থতায় এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। যা অভাবনীয় ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে। সাম্রাজ্যবাদী হিটলারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক স্টালিনের চুক্তিতে তৎকালীন "London Times" খবর করেছিল, "Nazi Soviet packed strike out the World bolt from the Blue." ২০০৪ সালে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচন আর একবার প্রমাণ করল স্বার্থ নীতি বা আদর্শ কিছু মানে না। বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেসের গাঁটছড়ায় বিস্মিত বুদ্ধিজীবীরা "পার্লামেন্ট ডিবেট এসেম্বলি"তে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আসামী ও কিছু প্রশ্ন (২য় পৃষ্ঠার পর)

'মহাজন যেন গত স পন্থাঃ'। মহান মানুষ যে পথে গিয়েছেন, যে শাশ্বত আদর্শের কথাকলি ছড়িয়ে গিয়েছেন তাকে শুধু কথায় নয়, অনুভবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে ক্ষমা না প্রতিশোধ ? কোন্ পথটিতে হাঁটা উচিত ? তাহলে মহান মানুষেরা কি বিভ্রান্তিকর পথদর্শী ? বেপথু দিশারী ? যীশুর কার্য বাণীতে উচ্চারিত ক্ষমা ও সহনশীলতাই যদি মহত্বের মাপকাঠি হয় তবে উক্ত ভাবসম্প্রসারণের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈশ্বরের ঘৃণার চোখে আমরা তো সবাই দহিত।

হায় সুরেশ ! জীবনের অলিতে গলিতে ঘরে বাইরে প্রতিদিন হাজারে হাজারে আপন আপন পিঠ বাঁচানোর তাগিদে মানুষ কত সমুদ্র প্রমাণ অন্যায়কে নির্বিচারে গিলছে, হজম করছে, সহ্য করছে, মেনে নিচ্ছে, মানিয়ে নিচ্ছে, মানিয়ে নিতে বলছে, নিজেকে তিল তিল করে শেষও করে দিচ্ছে।

তুমি সুরেশ জীবনের মূল্যবান সিঁড়ি উঠবার পথে ভাবসম্প্রসারণের ভেক বুলিকে সত্যের মাপকাঠিতে দাঁড় করাতে গেলে কেন ? কেন ?? কেন ???

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্ম তিথি উপলক্ষে বিশেষ পুজো, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ধর্ম সভায় বক্তা ছিলেন সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবনাথানন্দ মহারাজজী, রহড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টেনারী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী শুকদেবানন্দ মহারাজজী, সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর বয়ড়ী প্রমুখ।

দেশরক্ষার স্বার্থে (৩য় পৃষ্ঠার পর)

ওঠা উচিৎ এ প্রশ্ন। এ যাবৎ কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তোলেননি কেন? কারণ কুরসি চলে যাবে সত্য বললে। সেদিক থেকে মমতা ব্যানার্জীর আদর্শ আছে। Political Stand আছে। ক্ষমতার কথা বা কুর্সির কথা না ভেবে রেল মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছেন তিনি। দেশরক্ষার দোহাই দিয়ে কুরসির বা ক্ষমতার জন্য যা ঘটছে তাতে বিস্মিত আপামর জনগণ। সজাগ হওয়া উচিৎ সাংসদদের। তাঁরা দেশ তথা সমাজের প্রতিনিধি। তাঁদের শাস্তি হলে দেশে বাকি কি থাকে?

পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক কথায় স্কুল কলেজের মেয়েদের নিরাপত্তা আজ জঙ্গিপুরে নাই বললেই চলে। এরকম চলতে থাকলে অনেক মেয়ের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধও হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, রঘুনাথপুরের এক কন্ট্রাকটরের উঠতি রোমিও পুত্র তাদের টাটা সুমো গাড়ীতে নানা ধরনের মিউজিক ও লাইট লাগিয়ে সারা এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মুনিরিয়া মাদ্রাসার এক ছাত্রীর গা থেকে ওড়না টেনে দিয়ে সম্প্রতি বাহাদুরি দেখিয়েছে। এই নিয়ে এলাকায় একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছে। জনরোষ প্রশমিত করতে কনট্রাকটর ভদ্রলোক নাকি তাঁর সুপুত্রকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর নিম্নবিভাগীয় প্রথম দেওয়ানী আদালত
মোঃ নং ২২/০৫ মিস সাকসেসন

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন মির্জাপুর সাকিমের সন্তোষকুমার সরকার মৃত্যান্তে তাহার ত্যক্ত Death Gratuity-র ২০ 0000/ (দুই লক্ষ) টাকা পাইবার জন্য সন্দীপ সরকার মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন স্বার্থ সম্পর্ক ব্যক্তি দাবীদার থাকেন, তিনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন।

অনুমত্যানুসারে
শ্রীবলরাম দাস
Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn)
1st Court, Jangipur
Murshidabad

9/3/06

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

জিয়াদ আলিকে সম্প্রীতি রক্ষায় সৌভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের রূপরেখার এক তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনায়। কবিতা এবং গল্প পাঠের আসর বা শনিবারের বৈঠকী আড্ডা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। লুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতির তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনায় অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় বা সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় মোজাফ্ফার হোসেন এর সুচিন্তিত বক্তব্য বইপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। আলকাপ, কবিগান বর্তমান প্রজন্মের কাছে কেবল অতীত দিনের স্মৃতি। মন্টু বিশ্বাস, সনৎ বিশ্বাসের সূক্ষ্ম রসবোধ আজকের স্বর্ণালী সন্ধ্যায় অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য নিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলিতে। এল, আই, সি কর্তৃপক্ষের লাকী ড্র লটারীর আয়োজন বা ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ্ পেডিয়াট্রিক মুর্শিদাবাদ শাখার বিভিন্ন দিনে স্বাস্থ্য সচেতনা শিবির মেলার অভিনবত্বের দাবী রাখে। প্রাণবন্ত বই প্রেমীদের ভিড় প্রত্যেক দিন যেভাবে বেড়েছে তাতে মেলার সার্থকতায় কোন সংশয় থাকার প্রশ্ন নেই। 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর' পূর্তির যে থিম বিশেষ কার্য্যক্রমের অঙ্গ ছিল বক্তাদের আলোচনার বাইরে আর কোন রকম উপস্থাপনা না থাকায় বই প্রেমীদের হতাশ করেছে। নামীদামী প্রকাশনার স্টল চোখে না পড়লেও ৫টী লিটল ম্যাগাজিনের স্টলের সাথে আরও ৩৫টী স্টলে উপচে পড়া ভিড় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে। মেলার শেষ দিন পর্যন্ত ১২ লক্ষ টাকার বই বিক্রী হয়েছে। সমস্ত দিক দিয়েই বই মেলার আগের রেকর্ড ভেঙ্গে যাওয়ার তাই কোন সমস্যা হবে না বলেই মনে হয়। রঘুনাথগঞ্জের ১ এবং ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ও সি, পি, এমের পুর প্রধানের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর বইমেলা কমিটির সাথে জড়িত থাকার জন্য ভোটের বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। জেলা থেকে আগত সরকারী আধিকারিকের কাছে বইমেলা কমিটির সাথে অর্থনৈতিকভাবে তারা কোন ভাবেই যুক্ত না থাকার কথা জানালে সমস্যার আপাত সমাধান হয়। জঙ্গিপুর বইমেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন থেকেই মাইকে প্রচার হচ্ছে। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের কোন রকম অভিযোগ থাকলে মহকুমা প্রশাসন সময়মত হস্তক্ষেপ না করার জন্য বইমেলা শুরু হওয়ার ঠিক প্রাক্কালে কি কারণে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠলো? বইপ্রেমী মানুষের মনে সেই প্রশ্ন জেগেছে। প্রশ্ন জেগেছে উদাসীন নির্বিকার প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। এই সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক সোমনাথ সিংহ রায় জানান— এবারে ৪৫টি প্রকাশক মেলায় অংশ নেন। বই বিক্রী হয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকার। এই সময় প্রত্যেক স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে। যার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি মেলায় নগণ্য ছিল। ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতে পারলে আরো ২ লক্ষ টাকার মতো বই বেশী বিক্রী হতো বলে সোমনাথ আশা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান, গত বছর সরকারী সহযোগিতায় প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার বই বিক্রী হয়েছিল। তার মধ্যে সরকারীভাবে খরিদ ছিল ১০ লক্ষ টাকার।

ভোটের রোজনামচা (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরছেন কমিশনের কড়া নির্দেশে। তাঁদের বাড়তি কোনও ওভারটাইম নেই, গাড়ীর তেলের পয়সাও নাকি নেই। পাম্প মালিকরা মুখ বেজার করছে। এল, এল, এ-রাও মজুরী পাননি। মহকুমা শাসক বা জেলা শাসক কড়া চাপে কর্মীদের কোন অসুবিধাই বুঝতে চেষ্টা করছেন না বলে কারো কারো অভিযোগ। বহু কর্মচারী অসুস্থ হয়েও কাজে আসতে বাধ্য হচ্ছেন।